সমকাল

তারিখ 04 OCT 2013
পৃঃ 20 কলাম ৪

এমপিওভুক্তি নিয়ে সংসদে তোপের মুখে শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে আজীয় সংসদে ফের তোপের মুখে পড়লেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। দলীয় সহকর্মীদের তির্যক মন্তব্য ও প্রশ্নবাণে তিনি অবশ্য ক্লান্তিহীনভাবেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এসব প্রশ্নের জবাবে তিনি ঘুরেফিরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিয়ে এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ইপিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ রয়েছে। সহকর্মীকে ঘেরাও করে দাবি আদায়ের সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না করলে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সর্বশেষ আইন প্রয়োগের যে সুযোগ রয়েছে, তা প্রয়োগে সরকার বাধ্য হবে।

এর আগে দু'দিন বিরতির পর বৃহস্পতিবার সংসদ অধিবেশন শুরু হলে প্রশ্নোত্তর পর্বে এমপিওভুক্তি নিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন শিক্ষামন্ত্রী। সরকারি দলের সিনিয়র নেতা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

এমপিওভুক্তি নিয়ে সংসদে তোপের মুখে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ইমাজউদ্দিন প্রামাণিকসহ প্রায় এক ডজন সংসদ সদস্য তালিকা দেওয়ার পরও তাদের এলাকার স্কুল এমপিওভুক্ত না করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

সরকারি দলের অধ্যক্ষ মতিউর রহমান বলেন, সরকারের সময় শেষ হয়ে এলেও দাবি অনুযায়ী তিনটি স্কুলকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। আগামী নির্বাচনে এই ইস্যুই আমাদের হেরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আরেক প্রবীণ সংসদ সদস্য মুহাম্মদ ইমাজউদ্দিন প্রামাণিক বলেন, বাজেটে দুই লাখ কোটি টাকার ওপরে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। সেখানে মাত্র এক হাজার কোটি টাকার জন্য এমপিওভুক্ত করা হবে না, তা হবে না। অর্থমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর বাপ-দাদার টাকা নয়, এসব টাকা জনগণের। তাই কোথা থেকে অর্থ পাবেন জানি না, এমপিওভুক্ত করতে হবে। এ দাবি আদায় করেই আমরা সংসদ থেকে বের হব।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এমপিওভুক্ত করার জন্যই প্রত্যেক সংসদ সদস্যের কাছ থেকে তিনটি করে স্কুলের তালিকা নিয়েছিলাম। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ না থাকায় তা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ নিয়ে আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেন-দরবার করে যাচ্ছি। অর্থ বরাদ্দ পেলেই এমপিওভুক্ত করা সম্ভব হবে। নইলে আমাদের পক্ষে এমপিওভুক্ত করা সম্ভব হবে না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার কথা তুলে ধরে অ্যাডভোকেট তারানা হালিমের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী আন্দোলনরত শিক্ষকদের আলোচনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আন্দোলনটি কিছুটা রাজনৈতিক এবং কিছুটা ব্যক্তিগত বলেই প্রতীয়মান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে জিম্মি করার এ ধরনের ঘেরাও সংস্কৃতি সবাইকে পরিহার করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। কারণ তারা জনগণের টাকায় পড়াশোনা করেছেন, এখন জনগণের টাকায় বেতন পান। সহকর্মীকে ঘেরাও করে দাবি আদায়ের সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষকরা আমাদের পথ প্রদর্শক।

আইন অমান্যকারীর সমাবর্তন স্থগিত : আইন অমান্যকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমাবর্তন স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধে সরকার বদ্ধপরিকর। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন মানছে না, তাদের আইনের আওতায় আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, সম্প্রতি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষা বাণিজ্যের অভিযোগ এবং ট্রাস্টি বোর্ড বিতর্কের সমস্যা নিরসনকল্পে এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির তদন্ত সাপেক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

তিনি জানান, আইন অমান্যকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমাবর্তন স্থগিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের মেয়াদ পাঁচ বছর অতিক্রম হয়েছে তাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোর্স বা প্রোগ্রামের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। এরই মধ্যে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। আটটির নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণাধীন, পাঁচটির নকশা অনুমোদন হয়েছে। সাতটি নকশা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিয়েছে।